প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ১০ – অনুগ্রহকরে পাঠ করুন প্রেরিত ১৪:১৯-২৮।

-প্রেরিত ১৪:১৯-২২ পরে এন্টিয়ক ও কোনিয়া থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে পৌল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কিয়ে দিল। তখন লোকেরা পৌলকে পাথর মারল এবং তিনি মরে গেছেন মনে করে শহরের বাইরে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

-কিন্তু পরে ঈসায়ী ঈমানদারেরা তাঁর চারদিকে জমায়েত হলে পর তিনি উঠে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন তিনি ও বার্নাবাস দর্বী শহরে চলে গেলেন।

-দর্বী শহরে সুসংবাদ তবলিগ করে পৌল ও বার্নাবাস অনেককে উম্মত করলেন। তার পরে তাঁরা লুস্ত্রা, কোনিয়া ও পিষিদিয়া প্রদেশের এন্টিয়কে ফিরে গিয়ে সেখানকার উম্মতদের ঈমান বাড়িয়ে তাদের শক্তিশালী করলেন এবং ঈমানে স্থির থাকতে উৎসাহ দিলেন। তাঁরা বললেন, “আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকবার আগে আমাদের অনেক জুলুম সহ্য করা দরকার।”

প্রশ্ন: কী একজন মানুষকে "পাথর মেরে, মৃত্যু নিশ্চিত করা" শহরে ফিরে যেতে বাধ্য করবে এবং যারা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং তার হৃদয়ের ভালবাসা ঘোষণা করে: "আমাদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।”

উত্তর: পৌলের চিরন্তন বৈশ্বিক- দৃষ্টিভঙ্গি হলো সেই ভিত্তি যার উপর আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত তৈরি করি।

থিম: কখনও কখনও একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কেন তা পরিষ্কার বোঝার জন্য শেষ থেকে শুরু করা এবং শুরুতে ফিরে কাজ করা ভাল। সে যা করে তা করে। পৌল তার পার্থিব দৌড়ে শেষ হওয়ার কারণ ছিল যে তিনি প্রভুর কাজে এবং মানবজাতির প্রতি ঈসার ভালবাসার ঘোষণায় "তার সমগ্র জীবন নিক্ষেপ" করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এটি পৌলের জীবনের শেষ ছিল:

-২ তীমথিয় ৪:৮ তাই আমার জন্য সৎ জীবনের পুরস্কার তোলা রয়েছে। রোজ হাশরে ন্যায়বিচারক প্রভু আমাকে সেই পুরস্কার হিসাবে জয়ের মালা দান করবেন। তবে যে তিনি কেবল আমাকেই দান করবেন তা নয়, যারা তাঁর ফিরে আসবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করেছে তাদের সবাইকে দান করবেন।

পৌলের চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে তিনি সমস্ত পরিস্থিতি দেখেছিলেন:

-কলসীয় ৩:১-৪ তাহলে তোমরা যখন মসীহের সংগে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছ তখন মসীহ্‌ বেহেশতে যেখানে আল্লাহ্‌র ডান দিকে বসে আছেন সেই বেহেশতী বিষয়গুলোর জন্য আগ্রহী হও। জাগতিক বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে বরং বেহেশতী বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমরা তো মরে গেছ এবং তোমাদের জীবন মসীহের সংগে আল্লাহ্‌র মধ্যে লুকানো আছে। যিনি তোমাদের জীবন সেই মসীহ্‌ যখন প্রকাশিত হবেন তখন তোমরাও তাঁর সংগে তাঁর মহিমার ভাগী হয়ে প্রকাশিত হবে।

-গালাতীয় ২:২০ আমাকে মসীহের সংগে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছে। তাই আমি আর জীবিত নই, মসীহ্‌ই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। এখন এই শরীরে আমি যে জীবন কাটাচ্ছি তা ইব্‌নুল্লাহ্‌র উপর ঈমানের মধ্য দিয়েই কাটাচ্ছি। তিনি আমাকে মহব্বত করে আমার জন্য নিজেকে দান করেছিলেন।

প্রশ্ন: এই ধরনের প্রেম, যা এই স্পষ্ট শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, কীভাবে পুরুষ ও মহিলাদের অন্তরে আসে?

-ইউহোন্না ৩:৩ ঈসা নীকদীমকে বললেন, “আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না।”

সত্য: এই নতুন জন্ম যা একটি নতুন হৃদয় তৈরি করে [ইজেকিয়েল 36:26] যা আমাদের ঘৃণা ও তাড়নাকারীদের ক্ষমা ও ভালবাসার শক্তি বহন করে।

-মথি ৫:৪৩-৪৫ তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, ‘তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কোরো এবং শত্রুকে ঘৃণা কোরো।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত কোরো। যারা তোমাদের জুলুম করে তাদের জন্য মুনাজাত কোরো, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেশতী পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপরে তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন।

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

সত্য: আমাদের নতুন জন্ম কোন কর্মের দিকে আমাদের বাধ্য করে? প্রার্থনা, প্রশংসা এবং আকাঙ্ক্ষা যে তাদের হৃদয়ে যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা ছাড়া কেউ মরবে না।

-১ তীমথিয় ২:১-৬ প্রথমেই আমি বলছি, সকলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যেন মিনতি, মুনাজাত, অনুরোধ ও শুকরিয়া জানানো হয়। এইভাবে বাদশাহ্‌দের জন্য আর যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের সকলের জন্য মুনাজাত করতে হবে, যাতে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় দেখিয়ে এবং সৎ ভাবে চলে আমরা স্থির ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারি। আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র চোখে তা ভাল এবং এতেই তিনি খুশী হন। তিনি চান যেন সবাই নাজাত পায় এবং মসীহের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে। আল্লাহ্‌ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ মসীহ্‌ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র ঠিক করা সময়ে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে,

এই প্রার্থনা, প্রশংসা, সুপারিশ এবং কৃতজ্ঞতা দেখতে কেমন?

-মথি ৬:৯(খ)-১৪ হে আমাদের বেহেশতী পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেশতে, তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক। যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও। যারা আমাদের উপর অন্যায় করে,আমরা যেমন তাদের মাফ করেছি তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় মাফ কর। আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর। তোমরা যদি অন্যদের দোষ মাফ কর তবে তোমাদের বেহেশতী পিতা তোমাদেরও মাফ করবেন।

কিভাবে এই শক্তি এবং রূহ আমাদের কাছে আসে? আমাদের মধ্যে মসিহের রূহ্‌ দেওয়ার মাধ্যমে এটি তৈরি হয়। তাঁর শত্রুদের ভালবাসার জন্য তাঁর মধ্যে একই শক্তি [রোমিয় ৫:১০], তিনি এখন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে জীবিত।

-ইবরানী ১২:১-২ তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততার সাক্ষী হিসাবে অনেক লোক আমাদের চারদিকে ভিড় করে আছে। এইজন্য এস, আমরা প্রত্যেকটি বাধা ও যে গুনাহ্‌ সহজে আমাদের জড়িয়ে ধরে তা দূরে ঠেলে দিয়ে সামনের প্রতিযোগিতার দৌড়ে ধৈর্যের সংগে দৌড়াই। আর এস, আমাদের চোখ ঈসার উপর স্থির রাখি যিনি ঈমানের ভিত্তি ও পূর্ণতা। তাঁর সামনে যে আনন্দ রাখা হয়েছিল তারই জন্য তিনি অসম্মানের দিকে না তাকিয়ে ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করলেন এবং এখন আল্লাহ্‌র সিংহাসনের ডান দিকে বসে আছেন।

-লূক ২৩:৩৩-৪৭ যে জায়গাটাকে মাথার খুলি বলা হত সেখানে পৌঁছে তারা ঈসাকে ও সেই দু'জন দোষীকে ক্রুশে দিল- একজনকে ঈসার ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁদিকে। তখন ঈসা বললেন, "পিতা, এদের মাফ কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে না।"

-তারা গুলিবাঁট করে ঈসার কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। ধর্ম-নেতারা ঈসাকে ঠাট্টা করে বললেন, "সে তো অন্যদের রক্ষা করত। যদি সে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌, তাঁর বাছাই-করা বান্দা হয় তবে নিজেকে রক্ষা করুক!"

-সৈন্যেরাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা ঈসাকে খেতে দেবার জন্য তাঁর কাছে সিরকা নিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি যদি ইহুদীদের বাদশাহ্‌ হও তবে নিজেকে রক্ষা কর।"

-ক্রুশে তাঁর মাথার উপরের দিকে একটা ফলকে এই কথা লেখা ছিল,

"এই লোকটি ইহুদীদের বাদশাহ্‌।"

-যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে টিট্‌কারি দিয়ে বলল, "তুমি নাকি মসীহ্‌? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর।"

-তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, "তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।" তারপর সে বলল, "ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।"

-জবাবে ঈসা তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।"

-তখন বেলা প্রায় দুপুর। সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করল এবং সারা দেশ অন্ধকার হয়ে গেল। বেলা তিনটা পর্যন্ত সেই রকমই রইল। বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটা মাঝখানে চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল। ঈসা চিৎকার করে বললেন, "পিতা, আমি তোমার হাতে আমার রূহ্ তুলে দিলাম।" এই কথা বলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

এই সব দেখে রোমীয় শত-সেনাপতি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন, "সত্যিই লোকটি ধার্মিক ছিল।"

আমরা এই পাঠটি শেষ করার সাথে সাথে, আসুন আমাদের শুরুর খিমে ফিরে আসি: এটিই হলো শুরুতে শেষ জানার গুরুত্ব।

ঈসা শেষ জানতেন:

-ইউহোন্না ১৯:২৮-৩০ এর পরে সব কিছু শেষ হয়েছে জেনে পাক-কিতাবের কথা যাতে পূর্ণ হয় সেইজন্য ঈসা বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।" সেই জায়গায় সিরকায় পূর্ণ একটা পাত্র ছিল। তখন তারা একটা সপঞ্জ সেই সিরকায় ভিজাল এবং এসোব গাছের ডালের মাথায় তা লাগিয়ে ঈসার মুখের কাছে ধরল। ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পরে বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর রূহ্ সমর্পণ করলেন।

কিন্তু ঈসাকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে ফেরেশতাদের চেয়ে সামান্য নীচু করা হয়েছিল, যেন আল্লাহ্‌র রহমতে প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে তিনি নিজেই মরতে পারেন। তিনি কষ্টভোগ করে মরেছিলেন বলে জয়ের মালা হিসাবে গৌরব ও সম্মান তাঁকে দান করা হয়েছে।

-ইবরানী ২:৯-১০ সব কিছু আল্লাহ্‌র জন্যই এবং সব কিছু তাঁরই দ্বারা হয়েছে। সেইজন্য অনেক সন্তানকে তাঁর মহিমার ভাগী করবার উদ্দেশ্যে নাজাতের ভিত্তি ঈসাকে কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে তোলা আল্লাহ্‌র পক্ষে ঠিক কাজই হয়েছে।

পৌল শেষ জানতেন:

-রোমীয় ৮:১৮ আমি জানি, আমরা যে মহিমা পরে পাব তার তুলনায় আমাদের এই জীবনের কষ্টভোগ কিছুই নয়।

-রোমীয় ৮:৩৪-৩৯ কে তাদের দোষী বলে স্থির করবে? যিনি মরেছিলেন এবং যাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করাও হয়েছে সেই মসীহ্ ঈসা এখন আল্লাহ্‌র ডান পাশে আছেন এবং আমাদের জন্য অনুরোধ করছেন। কাজেই এমন কি আছে যা মসীহের মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবে? যন্ত্রণা? মনের কষ্ট? জুলুম? খিদে? কাপড়-চোপড়ের অভাব? বিপদ? মৃত্যু? পাক-কিতাবে লেখা আছে, তোমার জন্য সব সময় আমাদের কাউকে না কাউকে হত্যা করা হচ্ছে; জবাই করার ভেড়ার মতই লোকে আমাদের মনে করে। কিন্তু যিনি তোমাদের মহব্বত করেন তাঁর মধ্য দিয়ে এই সবের মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করছি। আমি এই কথা ভাল করেই জানি, মৃত্যু বা জীবন, ফেরেশতা বা শয়তানের দূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু কিংবা অন্য কোন রকম শক্তি, অথবা আসমানের উপরের বা দুনিয়ার নীচের কোন কিছু, এমন কি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারই আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র এই মহব্বত আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে রয়েছে।

-২ তীমথিয় ৪:৮ তাই আমার জন্য সৎ জীবনের পুরস্কার তোলা রয়েছে। রোজ হাশরে ন্যায়বিচারক প্রভু আমাকে সেই পুরস্কার হিসাবে জয়ের মালা দান করবেন। তবে যে তিনি কেবল আমাকেই দান করবেন তা নয়, যারা তাঁর ফিরে আসবার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করেছে তাদের সবাইকে দান করবেন।

এছাড়াও পৌলের মত, আমরা আমাদের অনুসরণকারী মসিহের শুরু থেকে শেষ জানতে পারি:

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

যারা ঈসা মসীহে বিশ্বাস করতে শুরু করেন তাদের জন্য ইউহোন্না স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যাতে আমরাও, পৌলের মত, আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সবই ঈসা মসিহের উপর নির্ভর করতে পারি।

-১ ইউহোন্না ৩:২ প্রিয় সন্তানেরা, এখন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান, কিন্তু পরে কি হব তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে আমরা জানি, মসীহ্‌ যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব।

আমরা যখন আমাদের পার্থিব দৌড় শেষ করেছি তখন আমাদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে: "তিনি লোকেদের ভালোবাসতেন যেমন ঈসা এবং পৌল তাদের ভালোবাসতেন এবং তাদের জন্য তাদের জীবন দিয়েছিলেন।"

-ইউহোন্না ১৩:১ উদ্ধার-ঈদের কিছু আগের ঘটনা। ঈসা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই দুনিয়া ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। এই দুনিয়াতে যাঁরা তাঁর নিজের লোক ছিলেন তাঁদের তিনি মহব্বত করতেন এবং শেষ পর্যন্তই মহব্বত করেছিলেন।

আমরা যেন "শুধু রবিবারের খ্রিস্টান" না হই। আমরা যেন আল্লাহ এবং তাঁর কথায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি কারণ আমরা ঈসা মসিহের সত্যকে হারিয়ে যাওয়া এবং মৃত জগতের কাছে ঘোষণা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

আমরা যেন সব জায়গায় এবং সব পরিস্থিতিতে, আমাদের সমস্ত দিন শেষ পর্যন্ত মসিহের মতো প্রেম দেখাই।

ঈসা মসিহের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের ভালবাসার ঘোষণার সাথে নিপীড়নও আসবে এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, আমরা কি ঈসা মসিহের ভালবাসায় এতটাই অভিভূত হয়েছি, যিনি আমাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন, যে আমরা সাহায্য করতে পারি না কিন্তু আজ কাউকে তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি?

ঈসা মসিতে আমাদের যে অবিশ্বাস্য নিশ্চিত আশা রয়েছে তা অন্যদের জানাতে একটি উপায় হল সেই দিন এবং ঘটনাগুলি লিখুন যা আমাদের পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করেছিল ঠিক যেমন পল তার নিজের "নতুন জন্ম" প্রেরিত ৯ এ লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুগ্রহ করে আপনার গল্পটি আমাদের কাছে পাঠান। আমরা আপনার সাথে আনন্দ করতে পারি এবং আল্লাহর মহান কাজকে মহিমান্বিত করতে পারি!

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)